যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৪ .....

রাজশাহীর সরকারি কলেজগুলোর বেশিরভাগ আসনই ফাঁকা

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী ব্যুরো*

নতুন নিয়মে অনলাইনে আবেদনের পর ভর্তি নিয়ে বিড়ম্বনা কাটছে না। এরই মধ্যে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি শেষ হয়েছে। প্রথম অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তিও শেষ হচ্ছে আজ সোমবার। কিন্তু রাজশাহী নগরীর নামিদামি কলেজগুলোতে এখনও বেশির ভাগ আসনই খালি থেকে গেছে। একজন ভর্তিচ্ছু একাধিক কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় এই সংকট দেখা দিয়েছে। এদিকে কলেজের অধ্যক্ষরা জানিয়েছেন, ভর্তি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে।

জানা গেছে, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ফল প্রকাশের পর মেধাক্রম অনুসারে শিক্ষার্থীদের ভর্তি শুরু হয় ১৮ জুন থেকে। মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলে ২২ জুন পর্যন্ত। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করা হচ্ছে ২৫ থেকে ২৭ জুন। এছাড়া আগামী ১০ জুলাই একাদশে ক্লাস শুরুর পর ১০ থেকে ২০ জুলাই বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী মফস্বল ও উপজেলা সদরের পৌর এলাকায় সেশনচার্জ, ভর্তি ফি সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি এক হাজার টাকা, জেলা সদরের পৌর এলাকায় দুই হাজার টাকা ও ঢাকা ছাড়া অন্য মহানগর এলাকায় তিন হাজার টাকার বেশি ভর্তি ফি নেয়া যাবে না। রোববার রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জার্জিস কাদির জানান, এ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে আসন রয়েছে ৬০০টি।

> একজন শিক্ষার্থী একাধিক কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে

এর বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৩৩৭ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩০০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১১৩ জন এবং মানবিক বিভাগে ৩০০ আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে মাত্র ১২১ জন। তিনি বলেন, এবারই প্রথম অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে ভর্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভর্তি সংক্রান্ত কোনো লিখিত নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ফলে কোনো সমস্যা দেখা দিলেই ফোন করে তা সমাধান চাইতে হচ্ছে। ফলে বিড়ম্বনার শেষ নেই। এদিকে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মহা. হবিবুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ১২৩টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬২ জন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ৭৫ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৭ জন এবং মানবিক বিভাগে ৭৯টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১৭ জন। তিনি বলেন, একজন ভর্তিচ্ছু একাধিক কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। কাজেই সে পছন্দমতো একটি কলেজেই ভর্তি হয়েছে। ফলে বাকি কলেজগুলো আসন শূন্য থাকছে। এতে শিক্ষার্থী ও কলেজ কর্তৃপক্ষ হয়রানিতে পড়েছে। সূত্রমতে, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে ৬০০টি ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩০০টি ও মানবিক বিভাগে ৩০০টি আসন রয়েছে। রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে একই সংখ্যক আসন। কিন্তু এ দুটি কলেজের বেশির ভাগ আসনই এখনও ফাঁকা রয়েছে। অপরদিকে, ভালো ফল করেও পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে না পড়ে হতাশায় ভুগছেন রাজশাহীর নামকরা স্কুল থেকে পাস করা বহু শিক্ষার্থী। প্রত্যাশিত কলেজে ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হতে না পারায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরাও। রাজশাহী ল্যাবরেটরি হাইস্কুল থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন-এ গ্লাস পেয়েছে মোস্তফা জামান। নগরীর চারটি সরকারি কলেজে ভর্তির আবেদন করে একটিতেও চান্স পায়নি সে। সে জানায়, অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রমে অনেক অসুবিধা হয়েছে। স্বনামধন্য স্কুল থেকে পাস করা একজন মেধাবী শিক্ষার্থী অবশ্যই সেরা কলেজে ভর্তির প্রত্যাশা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে দেখবে, তার চেয়ে দুর্বল শিক্ষার্থী চান্স পেয়েছে অথচ তার চান্স হয়নি, এটা অনেক মন খারাপ লাগার বিষয়। এ ব্যাপারে রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আল ফারুক চৌধুরী বলেন, রাজশাহী কলেজ দেশ সেরা কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় এই কলেজে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, বরিশাল থেকে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে আসছে। এটা সত্যি আনন্দদায়ক। আমরা সবসময় চাই আমাদের এই সাফল্য ধরে রাখতে। তিনি বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে শিক্ষার্থী হয়রানিরও কোনো সুযোগ নেই।